দৈনিক বাংলা

তারিখ 25/11/79
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

জিয়ার ডাকে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খননের শপথ

কক্সবাজার, ২৪শে নবেম্বর (বাসস)।—চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ আগামী পাঁচ বছরে দেশের খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খননকাজে অংশ নেবার শপথ ঘোষণা করেছেন।

আজ এখানে এই দুই জেলার ইউপি চেয়ারম্যানদের সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আহ্বানে তারা এই ওয়াদা করেন।

প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ হচ্ছেন গ্রাম পর্যায়ের জনগণের প্রতিনিধি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খননকাজে জনগণকে সংগঠিত করতে, উৎসাহ দিতে ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদের কাজ করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রত্যেক মহকুমায় কমপক্ষে একটি করে খাল খনন বা পুনঃখনন করা ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। আমরা যদি খাদ্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে পারি, তাহলেই দেশ এখন যে সমস্যার মোকাবিলা করছে, তার সমাধান সম্ভব।' তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে সহায়তা করবে।

বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, জনগণের ভূসম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়া এই বিপ্লবের লক্ষ নয়। এর লক্ষ হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি। বিপ্লব হবে শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক এবং তা সংসদের মাধ্যমেই হবে।

প্রেসিডেন্ট দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং গণতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণে তাদের উপযুক্ত ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে না পারি তা হলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।'

প্রেসিডেন্ট বলেন, গত সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণ 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ভিত্তিক উৎপাদনের রাজনীতির পক্ষে নিরংকুশ রায় দিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা বিদেশী আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি করে জনগণ ইতিমধ্যেই তাদের প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন এবং এখন তাদের কোন রাজনৈতিক ইস্যু নেই। কারণ জনগণ গ্রহণ করেছেন উৎপাদনের রাজনীতি।

সভায় বক্তৃতাকালে বিএনপির সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বারদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার রোধে সরকারকে সাহায্য করার আহবান জানান। তিনি বলেন তা না হলে আমাদের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পণ্ড হয়ে যাবে।

সভায় স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ক্যাপটেন (অবঃ) আবদুল হালিমও বক্তৃতা দেন।

এছাড়া আলোচনায় দুজেলার

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শপথ

(১-এর পৃঃ পর)

পাঁচজন চেয়ারম্যান অংশ নেন।

জেলে দলের সভায় জিয়া

এর আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী জেলে দলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট জিয়া শোষণ থেকে জেলেদের রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী সংগঠনের ওপর জোর দেন। স্থানীয় প্রদর্শনী ময়দানে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ বিশাল সমাবেশে প্রেসিডেন্ট বলেন, জেলেরা যুগ যুগ ধরে শোষিত হয়েছেন। আমরা আপনাদের প্রাপ্য অংশ দিতে চাই এবং জাতিগঠনের বিপ্লবে আপনাদের শরীক করতে চাই।